গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

ডিসেম্বর ২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মো: নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৬ জানুয়ারি ২০২১
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : অনলাইন (জুম অ্যাপস্)
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে অনলাইনে (জুম অ্যাপস্) সভার কাজ শুরু ক রেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরা
১৩ ডিসেম্বর '২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কা র্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।</td><td>বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>উপসচিব (সমন্বয়) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:
ডিসেম্বর'২১ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">দপ্তর/সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">নভেম্বর'২১ মাস পর্যন্ত অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">ডিসেম্বর'২১ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="4">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্য মাসে অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>চাকরিচ্যুতি /বরখাস্ত</th><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৮</td><td>-</td><td>০৮</td><td>-</td><td>-</td><td>০২</td><td>০২</td><td>০৬</td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০২</td><td>-</td><td>০২</td><td>-</td><td>-</td><td>০১</td><td>০১</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>০৯</td><td>-</td><td>০৯</td><td>-</td><td>-</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০৯</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৩১</td><td>০৪</td><td>৩৫</td><td>-</td><td>-</td><td>০৬</td><td>০৬</td><td>২৯</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৫০</td><td>০৪</td><td>৫৪</td><td>-</td><td>-</td><td>০৯</td><td>০৯</td><td>৪৫</td></tr>
</table>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:
যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, ডিসেম্বর'২১ পর্যন্ত চলমান ০৬টি মামলার মধ্যে ২টি মামলায় ২য় কারণ দর্শানোর জবাব উপস্থাপন করা হয়েছে। ২টি মামলায় শুনানি হয়েছে, নথি পর্যালোচনায় আছে। ২টি মামলায় ১টিতে জনাব ফাহমিদা হক খান, উপসচিব এবং ১টিতে জনাব আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, সিনিয়র সহকারী সচিবকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। তদন্ত কার্যক্রম চলমান আছে।
চলমান বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তিকল্পে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তদন্তাধীন মামলার তদন্ত কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা
সওজ অধিদপ্তর:
প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, বিবেচ্যমাসে ১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। ১টি চালমান রয়েছে। যার তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। যথাযথ নিয়মে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
বিধি-বিধান অনুসরণ করে মামলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
বিআরটিএ:
চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৯টি। আদালতে ২টি ও দুদক-এ ৫টি মামলা চলমান থাকায় বিভাগীয় মামলার আদেশ/সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রয়েছে। অপর ২টি মামলার মধ্যে ১টির বিষয়ে আইনজীবীর নিকট মতামত চাওয়া হয়েছে। ১টির বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগসহ পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আদালতে চলমান মামলাগুলোতে আইনজীবীদের যথাযথ ভূমিকা পালন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।
বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং আদালতে চলমান মামলাগুলোতে আইনজীবীদের যথাযথ ভূমিকা পালন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, নভেম্বর'২১ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৩১টি। ডিসেম্বর'২১ মাসে ৪টি মামলা রুজু এবং ৬টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৯টি। তন্মধ্যে তদন্তাধীন ৩টি, পুন:তদন্তাধীন ১টি, শুনানী হয়েছে ৪টি, অভিযোগ দাখিল ও জবাব পাওয়া গেছে ১৪টি এবং ৭টি মামলায় জবাব না পাওয়ায় তাগিদ দেয়া হয়েছে। যথাসময়ে জবাব পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে সভায় পরামর্শ প্রদান করেন।	মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং যথাসময়ে জবাব দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৩.	**আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা** **ডিসেম্বর'২১ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	নভেম্বর'২১ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	ডিসেম্বর'২১ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ অধিদপ্তর	৩৮৩৬	০০	৩৮৩৬	০০	০০	০০	৩৮৩৬
বিআরটিএ	২৭৫	০১	২৭৬	০১	০১	০০	২৭৫
বিআরটিসি	৯৫	০০	৯৫	০১	০১	০০	৯৪
ডিটিসিএ	০৪	০০	০৪	০০	০০	০০	০৪
মোট	৪২১০	০১	৪২১১	০২	০২	০০	৪২০৯

(ক) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং বিআরটিএ এর তথ্য সমন্বয়ের পর দেখা যায়, মোট ১২৯টি কনটেম্পট মামলার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে কিন্তু আইনজীবীর সনদ পাওয়া যায়নি, ৪৫টি মামলা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় রয়েছে। উল্লেখ্য, সওজ এবং বিআরটিএ'র আলাদা প্রতিবেদনে একই নম্বরের দুটি (সিপি নং-৬২৭/২০১৮, ৩৭৯/২০১৯) বিবরণ রয়েছে। এ বিষয়টি স্পষ্টীকরণে শীঘ্রই পত্র প্রেরণ করা হবে। ২টি মামলার জটিলতার বিষয়ে বিবরণ থাকা প্রয়োজন ছিল মর্মে সভাপতি অবহিত করেন। উপসচিব (আইন) অসুস্থতার কারণে সভায় উপস্থিত না থাকায় মামলার বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হয়নি।	(ক) ২টি কনটেম্পট মামলার জটিলতার বিষয়ে বিবরণ আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং ৪৫টি মামলা নিষ্পত্তির সর্বশেষ অবস্থা জানতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
(খ) শাখার তথ্য অনুযায়ী প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের আইনজীবী জনাব আব্দুল আজিজ মিন্টুর কাছে ৪৮টি মামলার হালনাগাদ তথ্য চেয়ে তালিকা পাঠানো হলেও তিনি ৪৭টি মামলার হালনাগাদ প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। যার মধ্যে ১টি মামলার কোনো অগ্রগতি উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে শীঘ্রই পত্র প্রেরণ করা হবে। হালনাগাদ তালিকায় মামলার সঠিক বিবরণ এবং তথ্যের ঘাটতি রয়েছে কিনা এবং প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া গেছে কিনা এ বিষয়ে ক্যাটগরিভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করে এ বিভাগের নজরে আনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের ৪৭টি মামলার হালনাগাদ তালিকায় মামলার সঠিক বিবরণ এবং তথ্যের ঘাটতি রয়েছে কিনা এবং প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া গেছে কিনা এ বিষয়ে ক্যাটগরিভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করে এ বিভাগের নজরে আনতে হবে। (খ) (২) অবশিষ্ট ১টি মামলার অগ্রগতি আইনজীবীর নিকট হতে সংগ্রহ করতে হবে।	উপসচিব (আইন) উপসচিব (আইন)
সওজ অধিদপ্তর: (ক) প্রধান প্রকৌশলী জানান, উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের বকেয়া দাবী পরিশোধের বিষয়ে সম্প্রতি বেশ কিছু মামলার আপীল খারিজ হওয়ায় দাবী পরিশোধের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। বকেয়া দাবী পরিশোধে আদালতের নির্দেশনায় কিছু শর্ত দেয়া থাকে। শর্তগুলো ভাল করে পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত ও যৌক্তিকতা নিরূপণ করে বকেয়া পরিশোধের বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। একই সাথে সভায় অবহিত করা হয়, বকেয়া সংক্রান্ত দাবী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থাপন ও পরিশোধের বিষয়টি ইতোপূর্বেই সম্পন্ন হলেও প্রতিনিয়ত বকেয়া দাবী পাওয়া যাচ্ছে। বকেয়া দাবীর কেইসগুলো একই ধরণের এবং মামলার রায়ও একই ধরণের। এর পেছনে কোনো অসাধু চক্র জড়িত কিনা, কারো গাফিলতি রয়েছে কিনা, বকেয়া দাবীর প্রমা ণাদি সঠিক কিনা ইত্যাদি নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখার জন্য মন্ত্রণালয় হতে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ভবিষ্যতে এধরণের ধারা বন্ধ করার জন্য এখন থেকে সমাপ্ত প্রকল্পে ঠিকাদারের নিকট হতে না দাবী প্রত্যয় ণ গ্রহণ করে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে (PCR) কোন বকেয়া নেই মর্মে সংস্থা প্রধানের মন্তব্যে উল্লেখ করবেন মর্মে সভায় পরামর্শ রাখা হয়।	(ক) (১) বকেয়া দাবী পরিশোধের ক্ষেত্রে আদালতের শর্তগুলো ভাল করে পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত ও যৌক্তিকতা নিরুপ ণ করতে হবে। (ক) (২) বকেয়া দাবীর সৃষ্টিতে কোনো অসাধু চক্র জড়িত কিনা, কারো গাফিলতি রয়েছে কিনা, বকেয়া দাবীর প্রমা ণাদি সঠিক কিনা বিষয়টি নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখার জন্য উন্নয়ন উইং এর সংশ্লিষ্ট শাখা হতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল জোন)/ উপসচিব (আইন))/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(ক) (৩) ঠিকাদারের নিকট হতে না দাবী প্রত্যায়ন গ্রহণ করে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে (PCR) কোন বকেয়া নেই মর্মে সংস্থা প্রধান মন্তব্যে উল্লেখ করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(খ) মনিটরিং টীম প্রধানদের পরিদর্শনের সময় সড়ক বিভাগের বকেয়া সংক্রান্ত দাবী ও মামলার বিষয় পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদনে উল্লেখ করার জন্য পুনরায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও কার্যক্রম) জানান, বকেয়া দাবী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের দরপত্র অনুমোদন সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি, পরিমাপ বই এর সংশ্লিষ্ট অংশ, তৎকালীন কর্মকর্তাদের তথ্য এবং অনুমোদিত বিল ও বিল পরিশোধ সংশ্লিষ্টে আইপিসিসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রতিটি সড়ক বিভাগ হতে সংগ্রহপূর্বক যাচাই-বাছাই করে মন্ত্র ণালয়ে প্রেরণ করা হলে মনিটরিং টীমের সদস্যদের পরিদর্শনকা লে বকেয়া দাবীর বিষয়টি পর্যালোচনা করতে সুবিধা হবে এবং একটি কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যাবে।	(খ) (১) মনিটরিং টীম প্রধানগণ পরিদর্শনের সময় সড়ক বিভাগের বকেয়া সংক্রান্ত দাবী ও মামলার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন।	মনিটরিং টীম প্রধান (সকল)
		(খ) (২) বকেয়া দাবী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের দরপত্র অনুমোদন, পরিমাপ বই এর সংশ্লিষ্ট অংশ, তৎকালীন কর্মকর্তাদের তথ্য এবং অনুমোদিত বিল ও বিল পরিশোধ সংশ্লিষ্টে আইপিসিসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রতিটি সড়ক বিভাগ হতে সংগ্রহপূর্বক যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(গ) মোটরযানের ওভার লোডের ফলে বেইলী ব্রীজের ক্ষতিসাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় সৃষ্ট ২৮টি মামলার মধ্যে প্রাপ্ত ২৭টি মামলার আর্জি হতে কয়েকটি আর্জি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব সভাকে অবহিত করেন, মামলার আর্জিগুলো যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়নি। আইনজীবীগণ প্রচলিত কিছু ভাষা ব্যবহার করেছেন। কি কারণে, কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বে কি কি ব্যত্যয় ঘটেছে বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। সঠিক আইনের ধারাও ব্যবহার করা হয়নি। আর্জি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্টদের ধারণা প্রদানের জন্য একটি সভা আহবানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(গ) মামলার আর্জি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্টদের ধারণা প্রদানের জন্য শিঘ্রই সভা আহবান করতে হবে।	উপসচিব (আইন)
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, গত ২৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টাদের সমন্বয়ে সভা করে পেন্ডিং মামলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দু'জন আইন উপদেষ্টাকে মামলাগুলো ভাগ করে দেয়া হয়েছে। আইন উপদেষ্টাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো মনিটরিং করা হচ্ছে এবং মামলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ ও মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, নভেম্বর'২১ মাস পর্যন্ত বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন মামলা ছিল ৯৫টি। ডিসেম্বর'২১ মাসে কোনো মামলা মামলা রুজু এবং ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৯৪টি। মামলাগুলো নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে এবং নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্যানেল আইজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ০৪টি। তন্মধ্যে ১টি কনটেম্পট, ২টি রীট ও ১টি লিভ টু আপীল মামলা। কনটেম্পটমামলার জবাব প্রস্তুত করে আদালতে দাখিল করা হয়েছে, শুনানীর জন্য অপক্ষোয় রয়েছে। অপর ৩টি মামলারও ওকালতনামা আদালতে দাখিল করা হয়েছে, শুনানীর অপেক্ষায় রয়েছে। শুনানীকালে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দাখিলের জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। মামলার শুনানীকালে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দাখিল করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ উপসচিব (আইন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০২	-	০১	০১	-	০২	১ (অ)	০১
সওজ অধিদপ্তর	৭৪৫৪	১১৫৯	৫৬৮৫	৬১০	-	৭৪৫৪	৪৬ (অ)	৭৪০৮
বিআরটিসি	১২৩৮	১৭৮	৯৬৯	৯১	-	১২৩৮	০২ (অ)	১২৩□
বিআরটিএ	২৮০	৪৬	২৩৪	-	-	২৮০	-	২৮০
ডিটিসিএ	১১	০৩	০৮	-	-	১১	-	১১
ডিএমটিসিএল	২	০১	০১	-	-	২	-	২
মোট	৮,৯৮৭	১,৩৮৭	৬,৮৯৮	৭০২	-	৮,৯৮৭	৪৯	৮,৯৩৮

সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, নভেম্বর'২১ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮,৯৮৭টি। ডিসেম্বর'২১ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এবং ৪৯টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮,৯৩৮টি। কয়েক মাসের মধ্যে ডিসেম্বর'২১ সর্বাধিক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। নিরলস প্রচেষ্টা ও সকলের আন্তরিকতার কারণে অধিক সংখ্যায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে। সভাপতি সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)-কে ধন্যবাদ জানান এবং এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।

সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) অবহিত করেন: (ক) গত মাসে এ বিভাগের ১টি অগ্রিম আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। ১টি খসড়া অডিট আপত্তি পিএ কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ক) এ বিভাগের ১টি খসড়া অডিট আপত্তি পিএ কমিটিতে উত্থাপনের নিমিত্ত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
(খ) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, গত মাসে ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, চলতি মাসে আরো ২টি ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা হতে কার্যপত্র পাওয়া গেলে আরো অধিক সংখ্যক ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন সম্ভব হবে। এ বিষয়ে সভাপতি দপ্তর/সংস্থা হতে কার্যপত্র প্রেরণের জন্য প্রধান প্র কৌশলীসহ সকল সংস্থা প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করেন। সঠিকভাবে কার্যপত্র প্রস্তুত ও দ্রুত প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত মাঠ পর্যায় হতে কার্যপত্র সংগ্রহপূর্বক যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব(বাজেট)/ পরিচালক(নিরীক্ষা ও হিসাব)/সিনিয়র সহকারীসচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী(সকল)
(গ) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সৃষ্ট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর, পরিবহন অডিট অধিদপ্তর ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর এর প্রতিনিধিগণ-কে নিয়ে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) এর সভাপতিত্বে গত ২৩/১১/২০২১ তারিখে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনী জটিলতা নিরসনে পরিবহন অডিট অধিদপ্তর ও ফাপাডকে ভূমি মন্ত্রণালয় ও অর্থমন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে সমাধন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। পরিবহন অডিট অধিদপ্তর ও ফাপাড হতে গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে কোনো অগ্রগতি জানানো হয়নি। ডিজি মহোদয়ের সাথে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের জন্য অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)-কে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(গ) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সৃষ্ট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে পরিবহন অডিট অধিদপ্তর ও ফাপাড এর ডিজি মহোদয়ের সাথে আলোচনা করতে হবে।	
(ঘ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, বিভাগ, সার্কেল, জোন পর্যায় হতে অডিট আপত্তির সংখ্যা ভাল করে যাচাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করে প্রত্যয়নসহ ৬৭টি বিভাগের তালিকা পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট বিভাগগুলো হতে তালিকা প্রেরণের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এ বিষয় প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, অবশিষ্ট অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা র প্রত্যয়নসহ তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(ঘ) অবশিষ্ট অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যার প্রত্যয়নসহ তালিকা আগামী ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
(ঙ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান কেইস টু কেইস ভেরিফাই করার ফলে বিআরটিএ'র অডিট আপত্তির সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পয়েছে। বর্তমানে অডিট আপত্তির সংখ্যা ৩৬৪টি। তন্মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভার সুপারিশ অনুযায়ী নিষ্পিত্তির জন্য অপেক্ষমান ৭৩টি অডিট আপত্তির মধ্যে ২৪টির কার্যবিবরণী খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট অডিট আপত্তিগুলোর বিষয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের লক্ষ্যে কার্যপত্র মাঠ পর্যায়ের অফিস হতে সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কার্যপত্র পাওয়া গেলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(ঙ) ইতঃপূর্বে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট কোনো দপ্তরে খুঁজে না পাওয়ায় এ বিষয়ে পুনরায় ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য কার্যপত্র প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
(চ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের লক্ষ্যে গত ২৮/০৭/২০২১ তারিখে ১৪টি অগ্রিম অডিট আপত্তির কার্যপত্র এবং জোয়ার সাহারার বাস ডিপোর ১৪টি অগ্রিম অডিট আপত্তির কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিআরটিসি'র ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৩টি ও বগুড়া বাস ডিপোর ০৮টিসহ মোট ১১টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(চ) ত্রি-পক্ষীয় ও দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
(ছ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ে ফাপাডের মতামতের উপর ব্রডশীট জবাব তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(ছ) DUTP প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্তস সচিব (বাজেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(জ) ডিএমটিসিএল হতে জানানো হয়েছে, অনিষ্পন্ন ২টি আংশিক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ফাপাডের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(জ) ডিএমটিসিএল লাইন-৬ এর অনিষ্পন্ন ২টি আংশিক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ফাপাডের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(ঝ) সিনিয়র সহাকারী সচিব (অডিট) জানান, প্রধান অর্থ ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় হতে সিভিল অডিটের ৪২টি খসড়া অডিট আপত্তির বিপরীতে জবাব প্রেরণের জন্য সওজ অধিদপ্তর, বিআরটিএ ও এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা-কে অনুরোধ করতঃ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয় প্রধান প্রকৌশলী, জানান মাঠ পর্যায়ে হতে তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও পাওয়া যায়নি, যোগাযোগ অব্যাহত আছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান বিআরটিএ'র ৭টি অডিট আপত্তির বিষয়ে দ্বি-পক্ষীয় সভায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যায় ৭টি আপত্তিই নিষ্পত্তি হবে। মাঠ পর্যায়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক সওজ অধিদপ্তর হতে দ্রুত জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঝ) সিএফএও এর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত সিভিল অডিটের ৪২টি খসড়া অডিট আপত্তির জবাব দপ্তর/সংস্থা হতে সংগ্রহপূর্বক সিএএফও এর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		২৭	৪	৩১	-	৩১	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	-	১১	১	১০		
	১০ম - ২০তম গ্রেড	১০	১০	১০	-		
বিআরটিসি		২৬৫	২৫	২৯০	১৭	২৭৩	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ		-	-	-		-	
মোট		৩০৪	৩৯	৩৪৩	২৮	৩১৫	

সওজ অধিদপ্তর: (ক) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, জনাব খালেকুজ্জামান এর একাধিক অডিট আপত্তি রয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের নিমিত্ত সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। অগ্রিম ৫টি অডিট আপত্তির ওপর অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার আলোকে পুন:জবাব অডিট অধিদপ্তর হতে চাওয়া হয়েছে। সওজ অধিদপ্তর হতে পুন:জবাব না পাওয়ায় এগুলোর বিষয়ে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের অফিস হতে পুন:জবাব সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) জনাব খালেকুজ্জামান এর ৩টি খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং ১৫ দিনের মধ্যে মাঠ পর্যায় হতে পুনঃজবাব ও প্রমাণক সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ সি:স: সচিব (অডিট)
(খ) সওজ অধিদপ্তরের পেন্ডিং ৩১টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। তন্মধ্যে পেনশন সহজীকরণ আদেশ অনুযায়ী গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ২টি পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ২৯টি পেনশন কেইসই অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন রয়েছে। সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, অধিকাংশ কর্মকর্তার ক্ষেত্রে একাধিক অডিট আপত্তি রয়েছে। অডিট আপত্তিসমূহ পর্যালোচনায় দেখা গেছে আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি না হলে পেনশন প্রদানের সুপারিশ করা সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত কার্যপত্র প্রেরণের অনুরোধ করতঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যপত্র পাওয়া গেলে বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	(খ) পেনশন কেইস সম্পর্কিত বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে এবং সভা আয়োজনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)
(গ) পেনশন সহজীকরণ আদেশ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপণ করে রিপোর্ট প্রদান অব্যাহত রয়েছে।	(গ) পেনশন সহজীকরণ আদেশ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপণ করে রিপোর্ট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি মাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ করা হচ্ছে। ডিসেম্বর'২১ মাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন বাবদ ২,৪৮,৫৭,৪৩৫ (দুই কোটি আটচল্লিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশত পঁয়ত্রিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্রাচ্যুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
গ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ডিসেম্বর'২১ মাসে পেন্ডিং কোনো পেনশন কেইস নেই। ডিসেম্বর'২১ মাসে ০২(দুই) জন কর্মচারী (উচ্চমান সহকারী ০১ জন ও অফিস সহায়ক ০১ জন) এর অনুকুলে অবসর আদেশসহ অবসরোত্তর ছুটি এবং লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।	পেনশন কেইস পাওয়া গেলে তা নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়ায় চেয়ারম্যান, বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত মতামত/প্রস্তাব পর্যালোচনাপূর্বক ভেটিং প্রদান ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ০৪/০১/২০২২ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ ভেটিং এর বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্তসচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান বিআরটিএ উপসচিব (সম্পত্তিআইন)/ সহকারীসচিব (বিআরটিএ
	খ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন: উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালা-২০২১ এর ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা জনসাধারণের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের ওপর ১০ জানুয়ারি ২০২২ আন্তঃমন্ত্রালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ছিলেন না; তারা এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাঠাবেন মর্মে জানিয়েছেন। কার্যবিবরণী প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অর্থ বিভাগের মতামত ও সভার আলোচনা অনুযায়ী কার্যবিবরণীর খসড়া সচিব মহোদয় বরাবর উপস্থাপন করার জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	অর্থ বিভাগের মতামত ও সভার আলোচনা অনুযায়ী কার্যবিবরণীর খসড়া সচিব মহোদয় বরাবর উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)/ উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)
	গ. বিআরটি বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন: নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট আইন-২০১৬ এর Sponsoring Agency সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। ইত:মধ্যে ঢাকা বিআরটি কোম্পানি গঠিত হয়েছে বিধায় আইনের অধীনে বিধিমালা প্রণয়নে ঢাকা বিআরটি কোম্পানিকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ডিটিসিএ এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে। ঢাকা বিআরটি কোম্পানি ও ডিটিসিএ'র সমন্বিত উদ্যোগে বিআরটি বিধিমালা ২০২২ এর খসড়া প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ঢাকা বিআরটি কোম্পানি ও ডিটিসিএ'র সমন্বিত উদ্যোগে বিআরটি বিধিমালা ২০২২ এর খসড়া প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিআরটি
৭.	**বৃক্ষরোপণ :** (ক) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ল্যান্ডস্কেপিংসহ বৃক্ষরোপণের জন্য সওজ এর বৃক্ষপালন সার্কেল ঢাকার সাথে সংশ্লিষ্ট সড়ক জোন ও সড়ক বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জানান, ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা অনুযায়ী বৃক্ষরোপণের বিষয়টি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপিতে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গত ০৪/০১/২০২২ তারিখ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। সভাপতি সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে দায়দায়িত্ব ও টাইম লাইন নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)-কে অনুরোধ করেন।	(ক) ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা অনুযায়ী বৃক্ষরোপণের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ বাস্তবায়নে দায়দায়িত্ব ও টাইম লাইন নির্ধারণ করে দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা অনুযায়ী মহাসড়কে বৃক্ষরোপণের জন্য প্রতিটি সড়ক বিভাগ হতে মহাসড়কের রাইট অব ওয়ে নির্ধারণ ও স্থায়ী পিলারের মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক জোনে পত্র দেয়া হয়েছে। সভাপতি জানান, মহাসড়কসহ সওজ এর খন্ড খন্ড বা পকেট ভূমিরও সীমানা নির্ধারণ করে দখলে রাখা প্রয়োজন। অনেক সময় সীমানা না থাকায় বেদখল হয়ে যায়। আগামী ৩ মাসের মধ্যে মহাসড়কের রাইট অব ওয়ে নির্ধারণ ও খন্ড খন্ড বা পকেট ভূমির সীমানা নির্ধারণ করে স্থায়ী পিলার স্থাপনের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) আগামী ৩ মাসের মধ্যে মহাসড়কের রাইট অব ওয়ে নির্ধারণ ও খন্ড খন্ড বা পকেট ভূমির সীমানা নির্ধারণ করে স্থায়ী পিলার স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(গ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং সঠিক পরিচর্যা ও মৃত গাছের স্থলে ঠিকাদার কর্তৃক গাছ রোপণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তদারকি কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(গ) ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মৃ ত গাছের স্থলে ঠিকাদার কর্তৃক গাছ রোপণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত/রিকুইজিশনকৃত ও হস্তান্তরিত সকল ভূমি/সম্পত্তি সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারিকরণ সংক্রান্ত ডিসেম্বর ২০২১ মাসের সকল সড়ক জোনের সমন্বিত তথ্য সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। বিগত ৩ মাসের তুলনায় ডিসেম্বর'২১ মাসে ভূমির ১১৭টি এলএ কেসের নামজারির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সিলেট, বরিশাল ও রংপুর জোনো নামজারি বৃদ্ধি পায়নি। নামজারি বৃদ্ধি না পাওয়ার বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলীকে অবহিতকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে হস্তান্তরকৃত এবং সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) সিলেট, বরিশাল ও রংপুর জোনে নামজারি সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার বিষয়ে প্রকৌশলীকে অবহিতকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড নামজারির জটিলতা নিরসনে আন্ত:মন্ত্রণালয়ের আদলে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ৭/১২/২০২১ ও ৯/১২/২০২১ সভা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জোনে স্থানীয় পর্যায়ে সভা করা হবে। যেসকল জোনে নামজারির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি সে সকল জোনে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে শীঘ্রই সভা আয়োজন করা হবে। (গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত আছে। কোন জোন/সড়ক বিভাগে কি ধরণের এবং কতগুলো বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা করা হয়েছে তার একটি সংখ্যাগত চিত্র আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেয়া হয়।	(খ) নামজারির জটিলতা নিরসনে আন্ত:মন্ত্রণালয়ের আদলে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) কোন জোন/সড়ক বিভাগে কি ধরণের এবং কতগুলো বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা করা হয়েছে তার একটি সংখ্যাগত চিত্র আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়) জানান, বিবেচ্যমাসে কোনো উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি। সড়ক বিভাগের পক্ষ হতে প্রস্তাব পাওয়া গেলে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।	প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান- (ক) গত ০৮/১২/২০২১ ও ০৯/১২/২০২১ তারিখে সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ৬২টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং ০৪টি অবৈধ বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড অপসারণ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ ২৪৩ শতাংশ। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৪৮.৬০ কোটি টাকার কম/বেশী। (খ) গত ১৪/১২/২০২১ ও ১৫/১২/২০২১ তারিখে রংপুর সড়ক জোনের বগুড়া সড়ক বিভাগের আওতায় ২টি সড়াকাংশে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ৫৯৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং ২৭টি অবৈধ বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড অপসারণ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ ১,৩৩৭ শতাংশ। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৩ কোটি টাকার কম/বেশী।	অধিভুক্ত এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জানান- (ক) গত ০৬/১২/২০২১ তারিখ খুলনা সড়ক বিভাগাধীন খুলনা সিটি বাইপাস (এন-০৭) সড়কের রূপসা ব্রীজ সংলগ্ন সড়কের ২(দুই) পার্শ্বে সওজ'র অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা ৩১টি পাকা/আধা পাকা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অপসারণ করা হয়। এতে করে ০.২৫ একর ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির আনুমানিক বাজার মূল্য ২,৫০,০০,০০০ (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা। (খ) গত ২২/১২/২০২১ তারিখ যশোর সড়ক বিভাগাধীন পালবাড়ী-দড়াটানা-মনিহার-মুড়লী(এন-৭০৭) জাতীয় মহাসড়কের মনিহার হতে মুড়লী পর্যন্ত সড়কের ২ (দুই) পার্শ্বে সওজ'র অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা ৫২টি পাকা/আধাপাকা অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে করে ০.৩৫ একর ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির আনুমানিক বাজার মূল্য ১৪ (চৌদ্দ কোটি) টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম কর্তৃক গত ২০/১২/২০২১ তারিখ কক্সবাজার সড়ক বিভাগাধীন "কক্সবাজার জেলার একতা বাজার হতে বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি পর্যন্ত সড়ক (জেড-১১২৫) উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মগনামাঘাট নামক স্থানে (অংশে) এ সওজ'র ভূমিতে গড়ে ওঠা ৮৫ টি কাঁচা/পাকা/আধা পাকা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও ১১টি বিলবোর্ড/ সাইনবোর্ড অপসারণ করা হয়। এতে করে ৪২০ শতাংশ ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য ১৩.৪৪ কোটি টাকা।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: ডিসেম্বর ২০২১ মাসের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও গোপলগঞ্জ জোনের অধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে ৪৪৯টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়। অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ ফেস্টুন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৯.	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** **বিআরটিএ** ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ও জাতীয় মহাসড়কে ছোট ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধে ডিসেম্বর'২১ মাসে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ও জাতীয় মহাসড়কে ছোট ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধসহ অন্যান্য বিষয়ে মোট ২৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৮৪,৫০০/-(চুরাশি হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিআরটিএ কর্তৃক ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ও জাতীয় মহাসড়কে ছোট ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধ সহ অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	সওজ অধিদপ্তর সিনিয়র সহাকারী সচিব (সম্পত্তি) সকল এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের একই ধরণের ক্ষমতা প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গত ৩০/১২/২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	একই ধরণের ক্ষমতা প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
১০.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ডিসেম্বর'২১ মাসে ১৩ টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। ১৩টি অভিযোগ/মতামতের মধ্যে ০২টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ০৫টি বিআরটিএ, ০৩টি বিআরটিসি এবং ০৩টি বিবিধ বিষয়। ১৩টি অভিযোগের মধ্যে ১০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩টি অভিযোগই বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট। উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা আরো অবহিত করেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সফট ওয়্যারে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে। দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক দ্রুত এগুলো নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। যথাসময়ে নিষ্পত্তি না হলে এপিএ মূল্যায়নে ভাল ফলাফল করা সম্ভব হবে না। দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্টদের নিয়ে চলতি সপ্তাহে একটি সভা করে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদানের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সফটওয়্যারে আগত অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদানের জন্য দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্টদের নিয়ে চলতি সপ্তাহে সভা করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	Public Service Innovation: (ক) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, মোবাইল এ্যাপস- 'আমাদের বিআরটিসি'র কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী জুন ২০২২ নাগাদ বর্তমানে কার্যকর ২টি রুটের পাশাপাশি আরো ৬টি রুটে বর্ণিত অ্যাপস অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	(ক) মোবাইল এ্যাপস 'আমাদের বিআরটিসি' পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং আরো নতুন রুটে এ পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার বিষয়ে সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট হতে কিছুটা সময় লাগছে। আগামী ২/১ মাসের মধ্যেই কাজ শুরু করা যাবে আশা করা যায়।	(খ) যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের কাজ শেষ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(গ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, "ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র সেবা অনলাইনকরণ" বিষয়ে প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ এ বিষয়ে নির্মিত ভিডিও চিত্র DTCA-এর ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়েছে। বেসরকারি টিভি চ্যানেলে এ বিষয়ে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রয়োজনীয় কার্যক্রম/উদ্যোগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্র দান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়টি ব্যা পকভাবে প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম/উদ্যোগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(ঘ) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোপূর্বে যে সকল ইনোভেশন আইডিয়া গ্রহণ করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করার বিষয়ে আগামী সপ্তাহে একটি সভা আহবানের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ঘ) ইতোপূর্বে যে সকল ইনোভেশন আইডিয়া গ্রহণ করা হয়েছে তার সার্বিক অবস্থা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে আগামী সপ্তাহে একটি সভা আহবান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ৩২টি বিভাগ/সংস্থায় ডি-নথির পাইলটিং কার্যক্রম চলমান আছে। পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন হলেই সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে ডি-নথির সিস্টেম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ই-নথিতে ফাইল উপস্থাপন ও নিষ্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এ বিষয়ে সভাপতি দপ্তর/সংস্থাসহ এ বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের অধিক তৎপর হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ই-নথিতে নথি উপস্থাপন ও নিষ্পত্তিতে দপ্তর/সংস্থাসহ এ বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের আরো অধিক তৎপর হতে হবে।	কর্মকর্তা (সকল)/ দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১১.	**বিবিধ:** **ক. ডিও পত্রের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ:** সভাপতি অবহিত করেন, মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত ডি.ও পত্রগুলো এ বিভাগের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উইং সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় একই ডি.ও পত্র দুটি উইংএ প্রেরণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে আলাদাভাবে প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানানো হয়। তাই এ ক্ষেত্রে যে উইং সংশ্লিষ্ট শাখা হতে পত্রজারি করা হবে তার অনুলিপি অপর উইং অর্থাৎ পরিকল্পনা উইং সংশ্লিষ্ট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে তা উন্নয়ন উইংকে এবং উন্নয়ন উইং সংশ্লিষ্ট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে তা পরিকল্পনা উইংকে অনুলিপির মাধ্যমে অবহিত করার জন্য সভাপতি পরামর্শ রাখেন।	ডি.ও পত্রের ওপর মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং ডি.ও পত্রের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে জারিকৃত পত্রের অনুলিপি পরিকল্পনা উইং হতে উন্নয়ন উইংএ এবং উন্নয়ন উইং হতে পরিকল্পনা উইংএ প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/ পরিকল্পনা)
	খ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: (১) প্রধান প্রকৌশলী, জানান, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে-তে টোল আদায় চালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Korea Expressway Corporation (KEC)-কে সিঙ্গেল সোর্সে দেয়ার জন্য ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (CCEA) হতে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। Request for Proposal (RFP) তৈরির জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। RFP তৈরি করা হলে তা ইস্যু করা হবে। সভাপতি জানান, সবগুলো কাজের টাইম লাইনভিত্তিক একটি সিডিউল রয়েছে। টাইম লাইন অনুযায়ী পার্ট বাই পার্ট কাজ গুলো সম্পন্ন হচ্ছে কিনা বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন।	(১) ঢাকা - মাওয়া - ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে-তে টোল আদায় চালুর লক্ষ্যে টাইম লাইন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	
	(২) সাসেক-১ ও সাসেক-২ এর আওতায় টোল প্লাজা নির্মাণের লক্ষ্যে Layout plan চূড়ান্ত করা হয়েছে। উক্ত plan অনুযায়ী টোল প্লাজা নির্মাণের অনুমতি গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	(২) সাসেক-১ ও সাসেক-২ এর আওতায় টোল প্লাজা নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং) জানান, নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অংশীজন সভার সুপারিশসমূহের ওপর সচিব মহোদয়ে উপস্থিতিতে ইতোপূর্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় অবকাঠামো সুবিধা নিশ্চিতকরণ ও বরাদ্দ চূড়ান্ত করা এবং বিশ্রামাগার ব্যবহারের হার নির্ধারণ বিষয়ে আলাদা ২টি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতোমধ্যে তাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। গত ৪/০১/২০২২ তারিখে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে অংশীজনদের নিয়ে হার নির্ধাণের বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নীতিমালা চূড়ান্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ভুল খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন। একই সাথে নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের সার্বিক অগ্রগতি বিষয়ে একটি সভা আয়োজনের ওপর গুরুত্বরোপ করেন।	(৩) (ক) অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। (৩) (খ) নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের সার্বিক অগ্রগতি বিষয়ে একটি সভা আহবান করতে হবে।	উপসচিব(টোল ও এক্সেল)
	ঘ. অধীনস্থ সংস্থাসমূহের আইটি অডিট প্রধান প্রকৌশলী, সওজ , জানান, চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন শাহ আমানত সেতু এবং খুলনা সড়ক বিভাগাধীন রূপসা সেতুতে আইটি অডিট সম্পাদন সংক্রান্ত প্রাক প্রক্রিয়া কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে রূপসা সেতুতে আইটি অডিট চালুর লক্ষ্যে BCC এর সাথে যোগাযোগ হয়েছে। BCC হতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও চাহিদা প্রেরণ করেছে।	শাহ আমানত সেতু এবং রূপসা সেতুতে টোল প্লাজায় আইটি অডিট কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল ধরণের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ঙ. ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে করণীয়: যুগ্মসচিব (ডিএফডিপি) জানান, সাসেক- ২ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন অনুমোদনের পর ২০১৯ সাল হতে এ যাবত পর্যন্ত ৩ বার সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। ১ম বার সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হলেও পরবর্তীতে প্রধান প্রকৌশলীর সুপারিশ না থাকায় এবং যুক্তিসংগত না হওয়ায় অনুমোদন দেয়া হয়নি। এ ধরণের প্রস্তাব উদ্দেশ্যে প্রণোদিত কিনা তা ভাল করে যাচাই-বাছাই করে দেখা প্রয়োজন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। একই বিষয় যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও কার্যক্রম) অবহিত করেন, ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন অনুমোদনের পর প্রায় শই দেখা যায় মৌজা ম্যাপ, মৌজা, মৌজা অংশ বাদ পড়ায় পুনরায় প্রাক্কলন সংশোধনের প্রস্তাব আসে, আবার শ্রেণি পরিবর্তনের কারণেও প্রাক্কলন সংশোধনের প্রস্তাব পাঠানো হয়ে থাকে। বিষয়গুলো ভাল করে	(১) সাসেক-২ প্রকল্পের বিষয়টি যাচাই করে প্রকল্প পরিচালক জরুরীভিত্তিতে PIC সভা করে PSC-তে পেশ করবেন। (২) ভূমি অধিগ্রহণ প্রাক্কলন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পূর্বে ভাল করে যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/প্রকল্প পরিচালক, সাসেক-২

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খতিয়ে দেখা প্রয়াজন। এছাড়া, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঠিক অবস্থানে থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক প্রাক্কলন প্রস্তাব প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন মর্মেও তিনি জানান। কোনোরূপ ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে সওজ প্রধান কার্যালয়সহ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা সমীচীন। এবিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী জানান জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে যৌথ সার্ভের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে মূল্য নির্ধারণপূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। মাঠ পর্যায়ের সওজ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের খুব বেশি ভূমিকা রাখার সুযোগ কম। তারপরওযৌথ জরিপের সময় ভূমিতে অবস্থিত অবকাঠামো ও ভূমির শ্রেণি বিন্যাসের বিষয়ে যাতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সতর্ক থাকে সে বিষয়ে সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হবে। ভূমি ব্যবস্থাপনা ও এক্যুইজিশান বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজনের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন। একই সাথে ভূমি অধিগ্রহণ ও সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তাব অনুমোদন পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের যে পর্যাবেক্ষণ গোচরে এসেছে তার আলোকে করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা/প্রজ্ঞাপন আকারে সকল সড়ক জোনে দেয়া যেতে পারে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন।	(২) যৌথ জরীপ চলাকালীন ভূমিতে অবস্থিত অবকাঠামো ও ভূমির শ্রেণি বিন্যাসের বিষয়ে যাতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সতর্ক থাকে সে বিষয়ে সকলকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। (৩) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তাব তৈরীর সময় সঠিক অবস্থানে থেকে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এ ধরণের পরিস্থিতিতে বক্তব্য তুলে ধরতে হবে এবং বিষয়টি সওজ প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। (৪) ভূমি ব্যবস্থাপনা ও অধিগ্রহণ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। (৫) ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রাক্কলন প্রস্তাব অনুমোদন পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের পর্যাবেক্ষণের আলোকে করণীয় বিষয়ে সকল সড়ক জোনে নির্দেশনা/প্রজ্ঞাপন জরি করে প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/পরিকল্পনা) / মনিটরিং জোন প্রধান (সকল)/ প্রকল্প পরিচালক (সকল)/ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/ যুগ্মসচিব (ডিএফডিপি)/ উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)
	চ. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ: তথ্য অধিকার বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্যের ক্যাটাগরি বা তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস এবং ইনডেক্স সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে, এ বিভাগের প্রতিটি শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ এ পত্র প্রেরণ করা হয়। এরই মধ্যে কতিপয় শাখা/অধিশাখা/উইং তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস ও ইনডেক্স প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ কাজ শেষ করেছেন মর্মে মৌখিকভাবে অবহিত করেছেন। বিষয়টি যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাস্তবে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে জানা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। বিস্তারিত আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	শাখা/অধিশাখা/উইং এর তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস ও ইনডেক্স প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ কাজের অগ্রগতিসহ বিস্তারিত আগামী সভাকে অবহিত করতে হবে।	উপসচিব (আইন) ও তথ্য অধিকার বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
	ছ. Unified টোল কালেকশন সিস্টেম (Uniform Method) বাস্তবায়ন: সিনিয়র সিস্টেম এনলিস্ট জানান, পরামর্শক কর্তৃক সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে নির্ধারিত তিন মাস সময়কালের মধ্যে মেঘনা-গোমতী সেতু, পাকশী এবং চট্টগ্রাম পোর্ট এক্সেস সড়কে পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করে সারাদেশে এর ব্যবহার শুরু করতে হবে।	উপসচিব (টোল ও এক্সেল)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	জ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ** যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৫২টি (১ম শ্রেণির ২৭টি, ২য় শ্রেণির ১০টি, ৩য় শ্রেণির ০৯টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০৬টি) শূন্যপদ রয়েছে। তন্মেধ্যে ২য় শ্রেণির ১০টি পদের মধ্যে ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৪টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে ০২/০৯/২০১৯ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২২/১২/২০২০ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। পদোন্নতি কোটার প্রশাসনিক কর্মকর্তার ০৪টি পদ পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর পূরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ০৯টি পদের মধ্যে প্রশাসনিক/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি পাওয়া কম্পিউটার অপারেটরের ২টি, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ৩টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২টি, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ১টি এবং ক্যাশিয়ার ১টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে কম্পিউটার অপারেটর এর ১টি পদ সংরক্ষিত আছে। ৪র্থ শ্রেণির ৬টি পদের মধ্যে ক্যাশ সরকারের ১টি এবং অফিস সহায়ক এর ৫টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে অফিস সহায়ক এর ১টি পদ সংরক্ষিত আছে।	(১) শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) /নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ডিটিসিএ: ডিটিসিএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১১৪টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে- অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং) পদে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়ন করার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে অনুরোধ জানিয়ে সর্বশেষ গত ১৫ /০৬/২০২১ তারিখে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে সর্বশেষ ২৩ /০৬/২১ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর উক্ত পদে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়ন করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শূন্য পদের মধ্যে প্রেষণযোগ্য ৪র্থ ও ৫ম গ্রেডভুক্ত (৩+৬) ৯টি পদে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য গত ০২/০২/২০২১ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে ২৮/০২/২১ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর উক্ত পদ সমূহে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়ন করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৫ম হতে ৯ম গ্রেডভুক্ত ১৮টি বিভিন্ন পদে মোট ১৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আবেদনের সময়সীমা শেষ হওয়ায় পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। ০৭-১৭ গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে ৪২ জন জনবলের মধ্যে ৩২ জন জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ১০ম গ্রেডভুক্ত ৩টি পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭টি অফিস সহায়ক পদ ব্যতীত অবশিষ্ট ১৩টি অফিস সহায়ক পদ নতুনভাবে সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রাণলয়ের সম্মতি পাওয়া যায়। উক্ত পদগুলোর মধ্যে অর্থবিভাগের শর্তানুসারে অফিস সহায়ক ৮টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সদয় বিবেচনা ও সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, অর্থ বিভাগের সম্মাতি হতে বাদ পড়া ৫টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনের পুন:প্রস্তাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিটিসিএ কর্মচারি চাকুরি প্রবিধানমালা ২০২০ অনুসারে পদোন্নতিযোগ্য এবং অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ সমূহে জনবল নিয়োগ/পদোন্নতির কার্যক্রম চলমান আছে। **বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৪৪৭টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে পার্চেজ অফিসার ৪টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১টি, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১টি, ফোরম্যান-০১টি, উপসহকারী প্রকৌশলী-০২টি পদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করা হবে। অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার অপারেটর-১৭টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ১৩/০১/২০২১ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ৩৯৬৮টি আবেদন জমা হয়েছে। বর্তমানে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। **বিআরটিএ:** ৮২৩টি পদের মধ্যে ১১০টি পদ শূন্য রয়েছে। গত ১৩/১২/২০২১ তারিখ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ২২টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্রের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৫২৭ টি শূন্য পদ রয়েছে। ১ম শ্রেণির ১৭৬টি পদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর শূন্য পদ বিসিএস এর মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) হতে পদোন্নতি কোটায় প্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর শূন্য পদ পূরণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের কার্যক্রম চলমান। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রস্তাব সহসাই প্রেরণ করা হবে। ২য় শ্রেণির ২৩২টি পদের মধ্যে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর নিয়োযোগ্য শূন্য পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে ৫৫টি পদ পূরণযোগ্য (মামলা চলমান)। বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ অফিসারের ১৫টি পদ মহাহিসাবরক্ষকের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি অফিসারের ১টি ও সহকারী লাইব্রেরীয়ান এর ১টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে । অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের প্রস্তাব শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ২৭০০টি পদের মধ্যে সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক এর ৬৫টি পদ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। আরবরিকালচার সেকশনাল অফিসার ১টি, কার্যসহকারী ১৭৪টি, সার্ভেয়ার ২৭টি ও ইলেকট্রিশিয়ান এর ৩২টি পদ পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ১২/১১/২০২১ তারিখে সার্ভেয়ার ও ইলেকট্রিশিয়ান পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। চূড়ান্ত নিয়োগের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গবেষণা সহকারী এর ১টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরাসরি নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচার্জড্ ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। ৪র্থ শ্রেণির ১৪১৯টি পদের মধ্যে অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) এর ৬৬টি ও সড়ক শ্রমিক এর ১০৬টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী ২৬/১১/২০২১ তারিখে সড়ক শ্রমিক পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম দ্রুত সময়ের মধ্যে শুরু করা হবে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচার্জড্ ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে । এছাড়া, আউট সোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী ৩১টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	(৩) দপ্তর/সংস্থায় প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়নের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঝ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা -২০২১ এর খসড়ার ওপর প্রাপ্ত মতামতের আলোকে আগামী ১৭/০১/২০২২ আন্তঃমন্ত্রালয় সভা আহবান করা হয়েছে।	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ২: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা) জানান, সেনাবাহিনী কর্তৃক পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩১/১২/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ২০/০৬/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমতি গ্রহণের লক্ষ্যে সারসংক্ষেপ প্রেরণের নিমিত্ত নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	প্রকল্প বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে সারসংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৩: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্রগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ক. চট্রগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়নের জন্য বর্তমানে ক্রসবর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ৬টি সেতু নির্মাণ কাজ চলমান। এছাড়া এ মহাসড়ক পিপিপি পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিআরটিসি, বুয়েটকে ট্রানজেকশন এডভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। ট্রানজেকশন এডভাইজারদের সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান এবং শীঘ্রই সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। তবে মাতারবাড়ী পোর্ট নির্মাণ, মাতারবাড়ী পোর্ট সংযোগসড়ক নির্মাণ, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ এবং দোহাজারী হতে কক্সবাজার রেল লাইন নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনায় সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিদ্যমান আঞ্চলিক মহাসড়ক (R-170) পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী-টইটং (ঈদমণি) মহাসড়ক অংশের মিসিং লিংক ঈদমণি-চৌফলদন্ডী-কক্সবাজার (খুরুস্কুল) অংশের ৩৬ কিলোমিটার উন্নয়ন সমন্বিতভাবে বিবেচনা করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। অন্যদিকে জাইকা চট্রগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের ৫টি স্থানের প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করেছে। এ পরিস্থিতিতে পিপিপি কর্তৃপক্ষ ও জাইকার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি সামগ্রিক বিবেচনায় উপযুক্ত নেটওয়ার্ক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন এবং বর্তমানে উন্নয়ন কাজ চলমান।	ক. চট্রগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ এবং সমীক্ষার কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের চলমান উন্নয়ন কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	নির্দেশনা ৪: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে টোল প্লাজাসমূহে লিফলেট বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে বহুল প্রচারের কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে। যে সকল সেতু ও সড়কে ETC চালু করা সম্ভব সেগুলোতে ETC চালুর উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। কোথায়, কিভাবে, কতগুলো প্রচার প্রচারণা করা হয়েছে, তার সংখ্যাগত চিত্র আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রচার প্রচারণা র সংখ্যাগত চিত্র আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৫:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১/০৭/২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে।		
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, (ক) বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (বিএসপি) মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যুর নিমিত্তে আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও Online এর মাধ্যমে সরবরাহ কার্যক্রম গত ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে শুরু করা হয়। ২৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৫ টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১ ৪টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২৭,০৪৮টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।	(ক) নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	(খ) রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট নবায়নের জন্য তগিদ প্রদান অব্যাহত রয়েছে এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	(খ) নবায়ন নিশ্চিত করার জন্য তাগিদ দিতে হবে এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(গ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের জটিলতা নিরসনে বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে এনটিএমসি এর সাথে যোগাযোগ হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্মতি প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(গ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৬: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে ক্রম ৬(ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।	ক্রম ৬ (ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট) /চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৭:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।		
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি: ডিটিসিএ'র প্রতিনিধি জানান, সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১ এর ওপর আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবানের প্রস্তুতি চলছে। নতুন নির্বাহী পরিচালক আসার পর সভা আয়োজন করা হবে।	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১ এর ওপর আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

০৩। আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৪/০১/২০২২
মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব